ছবিতে কথা বলে অনিরুদ্ধ, মৌন ফটোগ্রাফার
পুন্যশ্লোক দাশগুপ্ত

১
বাঘ ভেসে চলল চিলাপাতা জঙ্গলের মেঘে, আর নীচে পিকনিক গার্ডেন
হাতের তালুর ওপর ছক কেটে রাখা আছে সম্পূর্ণ ডুয়ার্স, ফটোগ্রাফার জানে
আকাশের দুরন্ত মেঘের মেন যে ছবি আপাত বিমূর্ত তার খুব কাছে
বসে আছে হরিন শিশুরা, মগডালে কাক আর শূন্যে ঘুরপাক কাচ্ছে দশটি শকুন
লিকলিকে সরু নদী শাখা নদী, রাত জেগে আছে শিমুলের ডানা, পাখির খুন্নিবৃত্তি
মিষ্টি রোদ সবুর পেয়ারা পাকা মর্তমান কলা প্রবীন তরমুজ,
উড়ন্ত আষাঢ় মাস ক্যামেরার লেন্স চেনে ছবি হতে ইচ্ছে তার মনে
সে খুব উৎসাহ নিয়ে নমস্তে ইন্ডিয়া দেখেছিল বড়ো-পর্দায়, সে সব মনের কথা
কী করে জানল ফটোগ্রাফার। ধানগোলা তছনছ করে ধান খাচ্ছে একাল্লটি
ঐরাবত? স্বপ্ন যেন বসে থাকে আঁখিপল্লবে নিদ্রিত চোখের তারায় স্বপ্নের ঘোর।

২
দলশিংপাড়া ডাকছে, আয় বাঘ রোদ্দর মাসি সারা গায়, ক্যামেরা প্রস্তুত
কাশবন, হোগলার পাতা
দু-পায়ে মাড়িয়ে লেন্স চমকাল যে পিপিং রাইফেল
প্যাকটিস করছে,
যে পিনড্রপ সাইলেন্স বোঝা যায়।
বাঘ বলে কথা, হাংরি বটে
অ্যাংরিও,
গাছের মাথায় বসে বানরের আগাম সংকেত পাত ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ঘাসের জঙ্গল থেকে দলে দলে ছুটে চলল হরিণ শাবক
এ গল্প ক্যামেরার কাছে শোনা,
এ যেন
সিনেমায় যেন রুদ্ধশ্বাস, আহা.....
এক নিষ্ঠুর-সত্য থেকে জীবন কী বিদীর্ণ। হয়তো শাশ্বত এই
বিক্ষত রূপ।
কথা বলে নিমতিঝোরা লাল চা আদা আদা আর নুন,
জীবনসত্য এ কথা লিখে রাখে ফটোগ্রাফার ফ্লিমের বুকে
বাঁশের কলস ঝুলিয়ে কারা যায় সাঁকো বেয়ে
চিতল হরিণ যেন অর্কিড একাকার ক্যামেরা শিকারির মনে
ময়ূর চলেছে দেখ, দেখ কবে সে বিমূর্ত হবে টিলার উপর